বিখ্যাত পরিচালক তপন সিংহের প্রয়াণ ২০০৯ সালের এই দিনে।

সমাজসংস্কারক রামগোপাল ঘোষ ১৮৬৮ সালে প্রয়াত হন এই দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শনিবার, ১ মাঘ ১৪২৮

■ ৪২ বর্ষ ■ ২৩৭ সংখ্যা

দলবদলের আড়ালে

ভোটের মরশুম এলেই এদেশে শাসক, বিরোধী- উভয় শিবিরের কিছু নেতা দলবদলের খেলায় মেতে ওঠেন। এই দলবদলুরা কোনও মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিংবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে শিবির পরিবর্তন করেন, এমনটা নয়। বরং তাঁদের দলবদলে গুরুত্ব পায় ব্যক্তিস্বার্থ। বছরের পর বছর ক্ষমতার ক্ষীর খাওয়ার পর হঠাৎ ওই নেতাদের উপলব্ধি হয়, এতদিন থাকার পর দলে এখন তাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসছে। মানুষের জন্য তাঁরা কিছু করতে পারছেন না।

পুরোনো দল ছেড়ে পছন্দের নতুন দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রায় ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে দলবদলের পালা সাঙ্গ করেন তাঁরা। তাঁদের লক্ষ্য তখন, যেনতেনপ্রকারেণ ভোটে জিতে ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভোগ করার পর্ব নিরবচ্ছিন্ন রাখা। ভারতের রাজনীতিতে এই আয়ারাম-গয়ারামদের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। অনেকে আবার নতুন দলে স্বার্থপূরণ হচ্ছে না মনে করলে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে পুরোনো দলে ফিরে যান।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের মাত্র এক মাস আগে যোগী আদিত্যনাথের সরকার ও বিজেপির মুণ্ডুপাত করে একের পর এক মন্ত্রী ও বিধায়ক প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। এই নেতাদের অধিকাংশ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের। গত পাঁচ বছরে যোগী সরকার অনগ্রসর শ্রেণি, দলিত, কৃষক, বেকারদের জন্য কিছুই করেনি বলে অভিযোগ করার পাশাপাশি বাধ্য হয়ে শিবির বদলানোর নির্দিষ্ট গতে বিবৃতি দিচ্ছেন প্রায় প্রত্যেক দলত্যাগী নেতা।

কেউ কেউ আবার সপা'য় যোগ দিয়েই উৎসাহের আতিশয্যে অখিলেশ যাদবকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। গত ৮ বছরের মোদি জমানায় বেশিরভাগ রাজ্যে নির্বাচনের আগে দেখা গিয়েছিল, বিভিন্ন দল থেকে নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে গত বছর বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস প্রভৃতি দল থেকে বিজেপিতে শামিল করাতে যোগদান মেলার আয়োজন হয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশে এবার উলটো স্রোত। বিজেপি থেকেই দলে দলে লোক চলে যেতে শুরু করেছেন। রাজনীতির এই উলটো স্রোতকে সপা নেতারা ইতিমধ্যে বিজেপির শেষের শুরু বলে দাবি করছেন। যদিও মন্ত্রী-বিধায়কদের বিদ্রোহের নেপথ্যে বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই করার তাগিদ না শুধু গেরুয়া শিবিরে যোগী আদিত্যনাথের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ভোটের মুখে এই দলবদল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

যোগী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নেতাদের তোলা অভিযোগগুলির দায় কিন্তু তাঁদের ঘাড়েও বর্তায়। কারণ তাঁরা প্রত্যেকে বিজেপি ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করেছেন। ভালো কাজগুলির জন্য আলাদাভাবে যদি কৃতিত্ব দাবি করা হয়, তাহলে খারাপ কাজগুলির দায় তাঁরা নেবেন না কেন? বিজেপি আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের টিকিট দেবে কি না- এই অনিশ্চয়তার কারণেও দল ত্যাগ করে থাকতে পারেন তাঁরা।

এই টিকিটের প্রত্যাশীদের জন্য সপা'র পুরোনো নেতা-কর্মীদের ব্রাত্য করা অখিলেশ যাদবের পক্ষে সম্ভব হবে না। তেমন হলে সপা-তে বিদ্রোহ দেখা দেবে। ঠিক যেমন বাংলায় ভোটের পর বিজেপিতে দেখা গিয়েছে। রাজনীতি বর্তমানে আখের গোছানোর দুর্দান্ত পেশায় পরিণত হয়েছে দলমতনির্বিশেষে। মোদি জমানায় যোগী-রাজ্যে তো বটেই, সারা দেশেই অনগ্রসর, দলিত, সংখ্যালঘু, মহিলা, কৃষক, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লাগাতার পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

বিরুদ্ধস্বরকে দাবিয়ে রাখার নিত্যনতুন ফন্দি আঁটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের মুখোশ পরে দেশজুড়ে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েমের পদধ্বনি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। কিন্তু বিদ্রোহী নেতারা সেসবের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলছেন না। দলবদলের ঘূর্ণিপাকে ওই নেতারা দেশ ও সমাজের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিস্বার্থকে স্থান দিচ্ছেন। তাতে সামগ্রিক পরিস্থিতি কিন্তু বদলাবে না।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়িলে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিয়ে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট-বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদনুরূপ মনও কর্মভেদে অনেক নাম ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্মা। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ-চিত্র বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ।

-শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

শব্দরঙ্গ ■ ৩১২২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি ৩। মধ্যবর্তী, মেজো, দ্বিতীয়, ভালোও নয় খারাপও নয় এমন ৫। ছোট বেলের আকারের শক্ত খোলযুক্ত টকস্বাদের ফলবিশেষ ৭। নাগমাতা, সর্পমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৯। জন্মদাতা, পিতা, রামায়ণোক্ত এক রাজা ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। ৯ সংখ্যক ১৫। প্রহার, মারামারি।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে পেট ফুলে শ্বাসরুদ্ধ বা সেই অবস্থা ২। মহামারি, রোগাদির জন্য ক্রমাগত বহু মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু ৩। বায়ু, বাতাস, উনপঞ্চাশ পবন ৪। গৃহ, ভবন, বাসভবনের অংশ, ভূসম্পত্তির অংশ ৬। প্রধানত দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার লম্বামুখ বড় বাঁদরবিশেষ ৮। বেজি, শিব বা পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ১০। কাঁকর বা কাঁকরের মতো ক্ষুদ্র কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণজনিত শব্দ, কাঁকরের আঁচড় বা ঘষা লাগার অনুভূতি ১১। বাদক, দক্ষ বাদক ১২। গম ১৩। মুহূর্ত, অতি অল্প সময়।

সমাধান ■ ৩১২১

পাশাপাশি : ১। ইমান ৩। বাতা ৫। বাণী ৬। অলক ৮। তম্বুর ১০। মনিব ১২। মাইয়া ১৪। নাক ১৫। ময় ১৬। তমাম।

উপর-নীচ : ১। ইয়াকুত ২। নবাঙ্কুর ৪। তাম্বুল ৭। করী ৯। বামা ১০। মরকত ১১। বকলম ১৩। ইমাম।

বিভ্রান্তিসাগরের জলে ভেসে যায় বাংলার সব দলের পার্টিলাইন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অভি

দরজা খুলে অশোক ভট্টাচার্য পুরোনো বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালেন হয়তো। এখন প্রথমেই তাঁর চোখে পড়বে সামনের নারকেল গাছটার আগে বিজেপি প্রার্থীর বিশাল ফ্লেক্স। ডানদিকে অন্য নারকেল গাছের নীচে তৃণমূল প্রার্থীর ফ্লেক্স। বিজেপির প্রার্থীর গায়েই পাশাপাশি সিপিএম-কংগ্রেস প্রার্থীর সহাস্য মুখ। সব প্রায় সমান মাপের।

চমৎকার সহাবস্থান।

অশোকবাবুর সুভাষপল্লির বাড়ির দেওয়ালেও সিপিএমকে ভোট দেওয়ার দেওয়াল লিখন। দেওয়ালের উপরে সব লাল পতাকার মাঝে পিছনের দিকে কেউ লাগিয়ে গিয়েছে দুটো বিজেপি পতাকা।

কলেজপাড়ায় কৃষ্ণচূড়া, রুদ্রপলাশ সহ অসংখ্য গাছগাছালির ভিতরের রাস্তাটা চমৎকার। সেখানে গৌতম দেবের বাড়ির সামনে একটা লম্বা ক্রিসমাস ট্রি ঝাউ গাছ। ঠিক উলটোদিকে তিন মাঝবয়সি। আর কোনও লোক নেই লম্বা রাস্তায়। মাঝে মাঝে দু'-একটা পোস্টার উঁকি দিচ্ছে।

জীবনানন্দ সরণি ও নজরুল সরণির মাঝখান দিয়ে একটা ছোট গলি রয়েছে উত্তর ভক্তিনগরে। বনফুল সরণি। সেখানেই শংকর ঘোষের বাড়ি। সে বাড়ির সামনেও একইরকম ক্রিসমাস ট্রি প্রজাতির ঝাউ। দোতলায় অনেক রকমারি টবে গাছ। রাস্তার দেওয়ালে শংকরের ছবি দেওয়া মাত্র গোটা দুই ছোট পোস্টার।

যথারীতি শুনসান। আগের দুটো বাড়ির চারপাশের মতোই।

সিপিএম, তৃণমূল এবং বিজেপি- শিলিগুড়ির তিন প্রধান নেতার বাড়ির সামনে পৌষ সংক্রান্তির সকালে চক্কর দিতে গিয়ে ধাঁধায় পড়তে হল। হিরণ্ময় নিঃস্তব্ধতা সর্বত্র। আটদিন পরে সত্যিই শিলিগুড়িতে পুরভোট? এই 'হবে?', 'হবে তো?'র দোলাচলে দুলতে দুলতে শহরের অনেক মহল্লায় প্রচুর পতাকা সব দলের। কিছু জায়গায় এমনভাবে পরপর লাগানো যে মনে হতে বাধ্য, একদল লোক সব পার্টির পতাকা নিয়ে পরপর সেখানে লাগিয়ে গিয়েছে খেলা খেলা ভঙ্গিতে। সব থাক। তোর পতাকাও থাক, আমারও থাক, ওদেরও থাক। পুরভোট সবদিক দিয়েই যেন বিভ্রান্তিপুরের ভোট হয়ে উপস্থিত। আটদিন আগেও স্পষ্ট নয়, কী হবে, ইস্তাহার ঘোষণা করছে শাসকদল। এমন হাস্যকর ভোট বাংলা আদৌ দেখেছে?

শেষ পৌষের পুণ্যস্নানে ডুব দেওয়ার সময় ছিল গতকাল। এই মুহূর্তে বাংলার সব পার্টির দিকে তাকালেই দেখা যাবে, সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে ডুবে নেতৃবৃন্দ। কোভিডকালে নেতারা বিভ্রান্ত হলে জনতা তো বেশি বিভ্রান্ত হবেই। গঙ্গাসাগরের থেকেও এই বিভ্রান্তিসাগরে অনেক বেশি জল।

লোনা জলে কোভিড হয় না বলে এক 'অসম্ভব মূল্যবান' তত্ত্ব ইদানীং ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলায়। বিভ্রান্তিসাগরের জল নোনা না মিষ্টি, তা নিয়ে তর্ক চলুক। তবে মনে হয়, সব পার্টির নেতাদের কাছে এ সাগরের জল মিষ্টিই হবে। এখানে ডুবেই তাঁরা দলের সঙ্গে নিজের অবস্থানের ফারাক লুকিয়ে ফেলছেন। কখন কী বলছেন, দলের সামগ্রিক কী মতবাদ, আর মনে থাকছে না। জলেই ডুবে যাচ্ছে যাবতীয় পার্টিলাইন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন। তিনি যে ডায়মন্ড হারবার মডেলের কথা বলছেন, তা মানলে গঙ্গাসাগরে মেলাও হওয়া উচিত নয়, ভোট হওয়ার কথাও নয় শিলিগুড়িতে। কিন্তু আমরা দেখছি, এই ইস্যুতে তাঁর দল তৃণমূলের থিয়োরি অন্য। আদালতে সময় নিতে নিতেই ভোট আর মেলা হয়ে যাবে। অন্য নেতারা ঘাপটি মেরে বসে। তাঁদের ব্যক্তিগত মত দেওয়ার সাহস নেই, ক্ষমতা নেই, অধিকারও নেই। তাঁরা অভিষেক মডেলে ব্যক্তিগত মত দিতে শুরু করলে অনেক মডেল এখন বাংলায় কিলবিল কিলবিল করত।

অশোক ভট্টাচার্যরা যে পত্রিকাকে বাইবেলের মতো ধরেন, সেই গণশক্তিতে বুধবার উত্তরসম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, 'গোটা চিত্রনাট্য লিখছে কালীঘাট, অভিনয় করবে দিদির স্নেহধন্য ভাইয়েরা। মঞ্চ বাঁধবে কমিশন আর পাহারা দেবে পুলিশ। মিডিয়া বলবে বিশাল জয়।' তা হলে কি সিপিএম ধরেই নিয়েছে, ভোটে জেতা যাবে না? এই প্রশ্নটা না হয় এড়িয়ে যাওয়া গেল। কিন্তু সিপিএমের সব নেতা এই পরিস্থিতিতে ভোট ও মেলার বিরুদ্ধে সওয়াল করে যাচ্ছেন। অশোক শুধু উলটো পথে।

তাঁর একসময়ের শিষ্য, বাম থেকে রামে নাম লেখানো শংকর ঘোষও পুরোনো গুরুর স্টাইলে ভোট চাইছেন এখনই। আর তাঁর দলের স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্ট আবার ভোটের বিরুদ্ধে। প্রকাশ্যে বলছেনও। সাংসদ ও বিধায়ক ভোটের দুই পৃথিবীতে তানপুরা বাজাচ্ছেন।

বিজেপির রাজ্য নেতারাও কে কী বলছেন, তার ঠিক নেই। তাঁরাও তৃণমূল নেতাদের মতো এক পা হ্যাঁ-এ রাখছেন, আর এক পা 'না'-এ। তথাকথিত শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ম পার্টিতেও বাংলায় যে যা পারছেন, বলছেন। জোড়া ফুলের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিসাগরের ঢেউ কিছুটা বেশি। শাসকদলের দু'নম্বর নেতা বলছেন, মেলা বা ভোট বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অথচ আমরা দেখছি, তা বন্ধ করতে সরকার কোনও উদ্যোগই নেয়নি। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ভঙ্গিতে আক্রমণ করছেন অভিষেককে, তাঁর কথা শুনলে মনে হবে তৃণমূলে দুটো পক্ষ হয়ে গিয়েছে-তৃণমূল (এম), তৃণমূল (এ)। ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, দেবরাজ আর্স, ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেসকে যেমন ব্র্যাকেট দিয়ে বোঝানো হত- আর, ইউ, আই।

সবচেয়ে অবাক লাগে অবশ্য আর একটা ঘটনায়। আদালতে ভোট নিয়ে মামলার শুনানি হয়েই চলে। এদিকে ভোটের দিন আরও কাছে চলে আসে। কার ওপর ভরসা করব আমরা, জনগণ? রাজ্যের পুরো ছবির রংবাহার নিয়ে ফেলুদার গল্প লেখা হলে এখানেই ফেলুদার মুখে সেই সংলাপটা থাকত, 'রহস্য! বুঝলি রে তোপসে, রহস্য!'

ঠিক এখানে উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসেবে আর একটা কথা ভাবলে বঞ্চিত বঞ্চিত মনে হবেই। অনেক চেষ্টা করেও এমনতরো ভাবনা আটকানো যাবে না। এই মুহূর্তে কোভিডে দেশের এক নম্বর আতঙ্কনগরী হয়ে উঠলেও সেখানে বইমেলা করার ভাবনা চলছে। আর এদিকে আলিপুরদুয়ার বা মালদায় বইমেলা বন্ধ করেই দিতে হল? দুটো শহর কি বাংলার বাইরে?

বাস্তব দেখলে আলিপুরদুয়ার বা মালদার কর্তারা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন বইমেলা না করে। কলকাতার বইমেলার কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদের হাত মাথায় রেখে চেষ্টা চালাচ্ছেন বইমেলা করার। এখনও। ব্যবসার বিশাল ক্ষতি দেখাচ্ছেন গঙ্গাসাগরের মেলার কর্তাদের ঢঙে। মালদা-আলিপুরদুয়ার বইমেলায় হয়তো অত ব্যবসা হয় না। কিন্তু তা হলে কি তাঁদের ক্ষতি কোনও ক্ষতি নয়?

শিলিগুড়ির নেতারা কেন পাবলিকের মুখঝামটা খেয়েও, ভালো করে প্রচার চালাতে না পেয়েও এই আতঙ্কের মাঝে ভোট চাইছেন? এটাও একটা রহস্য। এখানেও ফেলুদা-তোপসের সংলাপ ব্যবহার করা যায়। রাস্তায় ঘুরে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারছি, নেতারা যে কোনও মূল্যে ক্ষমতায় আসতে চাইছেন। অনেকে ভাবছেন, এখন ভোট বন্ধ হলে পরে যদি না হয়।

বহুত আচ্ছা। লোকে কাতরাচ্ছেন কাতরান, আমরা ভোট করবই, ভোটে লড়বই। আমি কাউন্সিলার হব। ফ্লেক্স-ফ্লেক্সের প্রচারে এঁরা মারাত্মক ফ্লেক্সিবল। পুরসভায় কোনও পার্টি একক গরিষ্ঠতা না পেলেই বুঝবেন, কে কতটা ফ্লেক্সিবল।

অথচ শিলিগুড়িতে একজন নেতার মুখেও শুনছি না বাস্তবসম্মত একটা দাবি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে বিকল্প পথ দেখাতে পারে পুরভোট। বুথের সংখ্যা বাড়িয়ে। সংক্রামিত, অসুস্থদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করে। অশোক-গৌতম বা দুই শংকররা কেউ এমন ভোটারের কথা উপযুক্ত জায়গায় বলেননি। যা বারবার বলা উচিত ছিল।

পৌষ সংক্রান্তির সকালে শিলিগুড়ির অনেক রাস্তায় শোনা যাচ্ছিল অন্যরকম আওয়াজ। হায়দরপাড়া, হাতি মোড়ে, গেটবাজার, বাঘা যতীন পার্কে, বিধান মার্কেটে। প্রতিবার যেমন শোনা যায়। ছামগাইনে মহিলাদের চালগুঁড়ো করার শব্দ। সুস্পষ্ট। নিটোল। নিখুঁত।

শুধু ভোটের ঘণ্টাটাই ঠিকমতো বাজতে গিয়েও বাজে না। মাঝে মাঝে থেমে যায়। আমরা বিভ্রান্তিপুরবাসী, শুধু ভাবি, ভোটের পর 'হাং কর্পোরেশন' হলে 'হাই' বলে কোন নেতা বিপক্ষের কার কার গলা জড়িয়ে ধরবেন সহর্ষে। পার্টিলাইনকে আবার এক তুড়িতে উড়িয়ে, লাজুক লাজুক হেসে।

গ্রামে লাইব্রেরি থাকলেই মোবাইল প্রীতি কমতে পারে

সাহানুর হক

একবিংশ শতাব্দীতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আধুনিকতা ছায়াপথ থেকে ছায়ামথ ছাড়িয়ে গিয়েছে আকাশগঙ্গা। টেকনলজি এখন পকেটে পকেটে। বলতে গেলে, আমরা এতটাই উন্নত যুগের চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছি, পাশের ঘরের দাদাকে হাঁকার বদলে ফোন করে ডেকে নেওয়া হয় খাবার টেবিলে।

এখানে যে প্রশ্ন আমি হাতের আঙুলে তুলেছি আপনাকে দেখাব বলে, সেটি হল- যদি প্রতিটি গ্রামে লাইব্রেরি থাকত? অথবা গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরিগুলো খোলা হত? তাহলে কেমন হত আমাদের চারপাশ? কেমন হত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম?

প্রশ্ন ছুড়ে আবার ফিরলাম টেকনলজিতে। সারা বিশ্ব ভুলে যান, যা বলছি সবটাই আমার দেশের কথা, আমার রাজ্যের কথা, আমার জেলার কথা, আমার পাড়ার কথা। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে অ্যানড্রয়েড ফোন থাকাটা একদম কমন ব্যাপার। কিন্তু এটাও কমন ব্যাপার যে প্রত্যেকের বাড়িতে ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, নাতি-নাতনি থাকবেই। আমি নিশ্চিত দুই হাজার বাইশে এসে আমাকে কাউকে বোঝাতে হবে না ফোনগুলো ও বাচ্চাদের মধ্যে সম্পর্ক কী! কোন পর্যায়ে তারা এই মোবাইলে মিশে যাচ্ছে।

এখানেই আসল কথা। আমাদের রাজ্যে প্রতিটি গ্রামে গ্রামীণ লাইব্রেরি থাকার কথা। কিন্তু এ বিষয়টিকে সরকার কতটা নজরদারিতে রেখেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলছি না। শুধু বলতে চাই একটা কথা। যদি প্রতিটি গ্রামে একটি করে সচল, বাচ্চাদের রুচিসম্মত, প্রয়োজনীয় বইসমূহ নিয়ে একটা করে লাইব্রেরি খুলে দেওয়া হত, তাহলে একইসঙ্গে অনেক ভালো দিক আলোড়িত হয়ে উঠত।

প্রতিটি লাইব্রেরিতে একজন করে লাইব্রেরিয়ান দরকার হবে অর্থাৎ কর্মসংস্থান হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি গ্রাম থেকে একেকজনের। তারপর বাচ্চারা নিজ নিজ এলাকায় পড়াশোনার জন্য সুন্দর একটা পরিবেশ পেয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সারাদিনে অন্তত দুই ঘণ্টা করে লাইব্রেরিতে সময় কাটালে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটছে। ফোনগুলোর বিভিন্ন গেমে আসক্ত হয়ে পড়ার থেকে বিরত থাকছে তারা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট্ট করে বলি, আমাদের গ্রামের অঞ্চলে লাইব্রেরি ছিল একসময়। বাবা আমাকে সেখানে আমার একটা কার্ড বানিয়ে দিয়েছিল। আমি সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন করে যেতাম, বইগুলো নাড়তাম, ভালো লাগলে পড়তাম।

এতে আমি কী সুখ পেতাম জানি না। তবে আমার এটা ধীরে ধীরে স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত পড়াশোনার চাপে বাইরে যেতে হলে এই রুটিন বদলে যায়। কিন্তু ফিরে এসে দেখি লাইব্রেরিটা আর এখন খোলা হয় না। বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কেন! কোনও উত্তর নেই! প্রশ্ন কাকে করি! কে উত্তর দেবে।

এই অতিমারির দিনগুলোতে এরকম হওয়া স্বাভাবিক। যদিও আমরা একটা কঠিন সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু উলটোদিকে একটা লাইব্রেরি যদি সচল থাকত আমাদের গ্রামে, আপনাদের গ্রামে তাহলে কত সুন্দর পরিবেশই না সৃষ্টি হত। শান্ত, নিশ্চুপ ট্রোপোস্ফিয়ারের ঘরগুলোতে মনের মতো করে বাচ্চাগুলো পড়তে পারত, সময় কাটাত। তবেই না আজকের শিশুটি আগামীদিনের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠত। নইলে এ আশা তো আদতে ডুমুরের ফুলই!

(লেখক পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি সায়েন্সের ছাত্র ও কবি)

বিন্দু বিসর্গ

কেন রে বাবা, দুয়ারে ভোট হলেই তো ল্যাটা চুকে যায়! -অভি

আলোচিত

ব্রিটেনের অর্থনীতি আবার দারুণ জায়গায় ফিরে এল। এটা ব্রিটিশদের ধৈর্য এবং দৃঢ়তার প্রমাণ। সরকার গ্র্যান্ট, লোন, কর ছাড়- সব দিয়ে সাহায্য করবে।

-ঋষি সুনক

(ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেতা। যাঁকে ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ধরা হচ্ছে)

আজ

১৭৮৪ সালে ১৫ জানুয়ারি স্যর উইলিয়াম জোন্স কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। গবেষণা সংস্থাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রথম ভারতীয় সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

আনন্দ

রাত ১টায় মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিলেন ওঁরা। কোঝিকোড় সৈকত থেকে ৮ কিমি ভেতরে সমুদ্রের মধ্যে তাঁরা দেখেন, একটি মহিষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য চ্যাঁচাচ্ছে। ৭ ঘণ্টা লড়াই করে তিন মৎস্যজীবী মহিষটিকে কোনওমতে তীরে ফিরিয়ে আনেন।

জনমত

পাচার হওয়া নারী-শিশুদের পুনর্বাসন জরুরি

তরাইয়ের চা বলয় জাতীয় মানচিত্রে নারী-শিশু পাচার, শিশুদের ওপর যৌন নিগ্রহ, বাল্যবিবাহ এগুলো প্রায় নিত্যকার ঘটনা। বহুবার জাতীয় সড়কের ধার থেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শিশু ও নাবালিকাদের উদ্ধার করে, শুশ্রূষা করে আইনি পরিষেবার মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে ফেরানোর কাজ করা হয়েছে। এখন সেইসব শিশু ও নাবালিকারাই সরকারি ও অসরকারি পুনর্বাসন পদ্ধতিতে স্বাবলম্বী হয়েছে। নিজেরাই এখন খেলগাঁওয়ের মতো দত্তক নেওয়া গ্রামে গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস থেরাপি করছে।

কিন্তু সমস্যা হল, সরকারিভাবে যতই চেষ্টা করা হোক, অসহায় নারী, এমনকি শিশু-কিশোরীরাও একশো শতাংশ নিরাপদ নয়। বিভিন্ন কেস স্টাডি বলছে, সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসা এবং সরকারি ও অসরকারি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যদি শিশু, নাবালিকা ও কিশোরীদের স্বচ্ছন্দে মানসিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে অবশ্যই পাচারের মতো অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব।

যদিও শহরভিত্তিক গ্রাম ও চা বলয়ে অপরাধ এবং পাচারের ধরন এক নয়। শহরের বাহক বা এজেন্ট চা বলয়ের এজেন্টদের থেকে ব্যতিক্রমী। দেখা গিয়েছে, পাচারের শিকারদের অভিভাবকরা গণশুনানির সময় তাঁদের অসহায়তা উপস্থাপন করলেন। তারপর প্রশাসন আশ্বাস দিল ঠিকই, কিন্তু এখনও এই ধরনের অপরাধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

আপাদমস্তক ভদ্র পরিবারগুলো আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে দত্তক নেওয়ার নাম করে পাচারে হাত পাকাচ্ছে। সাম্প্রতিকতম সংযোজন প্রবীণরা। তাঁরা পরিবারেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ফলে বৃদ্ধাশ্রমে ভিড় বাড়ছে। প্রশাসন দায়সারা মনোভাব দেখাচ্ছে।

সমাজভিত্তিক পুলিশি ব্যবস্থা খাতায়-কলমে যাই থাক, ঘটনাবহুল সমাজ বলছে, নারী-শিশু পাচার হোক বা শিশুদের ওপর যৌন অত্যাচার, সঠিক পুনর্বাসন এখনও অধরা। যদিও সমাজ আশাবাদী, শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাচারের করিডর পাচারবিমুখ ও বিপন্মুক্ত হবে।

অমিত সরকার
সভাপতি,
দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম।

টেটে স্বচ্ছতা চাই

সম্প্রতি রাজ্যের প্রাইমারি টেটের রেজাল্ট প্রকাশিত হল। প্রকাশিত রেজাল্ট অনুযায়ী, প্রায় ৯৮৯৬ জন চাকরি পরীক্ষার্থী টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন। সব উত্তীর্ণ প্রার্থীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এদিকে, বাতাসে দুর্নীতির সুর। শোনা যাচ্ছে ৮, ১০, ১২ লক্ষের গল্প। এখন শিক্ষকতার পেশাতেও দুর্নীতির ছাপ! একদিকে বেকারত্বের করুণ চিত্র, অন্যদিকে লোকমুখে এই সুর একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের মনোবল নষ্ট করতে যথেষ্ট। আর যাইহোক শিক্ষিত যুবকের মনোবল নষ্ট করা মানে জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, এসব গল্প বেকার যুবকদের সামনে করবেন না। রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ, জাতির ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে টেট উত্তীর্ণদের স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করানো হোক।

রাসেল সরকার, বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

ওভারব্রিজ কেন নেই?

দিনহাটা জনবহুল শহর। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন কাজে এই শহরে আসেন। দিনহাটার সাহেবগঞ্জ রোডে যে রেলগেট রয়েছে, সেটা খুব সমস্যা করছে। বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এই রেলগেট।

আশপাশে যেসব গ্রাম রয়েছে, সেসব জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত নয়। ভরসা বলতে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। অথচ যোগাযোগের পথে বাধা তৈরি করছে এই রেলগেট। এই রেলগেটের জন্য গ্রাম থেকে শহরে যেতে দেরি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, রেলগেটটিতে যদি ওভারব্রিজ বানানো যায়, তাহলে মানুষের যাতায়াত করতে সুবিধা হবে। বিষয়টির দিকে রেল দপ্তর নজর দিলে ভালো হয়।

অনল বসুনিয়া, দিনহাটা।

নেতাজির জন্মদিন হোক জাতীয় ছুটি

উত্তরবঙ্গ সংবাদে (১৩.১.২২) পড়লাম, নেতাজি পরিবারের সম্মাননীয় শরিক ও বিজেপি নেতা চন্দ্রকুমার বসু প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন, ২৩ জানুয়ারি, নেতাজির জন্মদিনকে যেন প্রতি বছর জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

এপ্রসঙ্গে জানাই, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি গত বছরের ৩০ জুন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দুটি আবেদন পেশ করেছিলাম -

১. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ও মহান জননায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিন উদযাপনের জাতীয় কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই পবিত্র দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর এই দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

২. দিল্লির ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন একটি জায়গায় নেতাজির মূর্তি স্থাপন করা হোক।

গত বছর ২১ সেপ্টেম্বর জানানো হল, প্রথম দাবিটি অগ্রাহ্য হয়েছে। কারণ, নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় বিধিবদ্ধ বেতন কমিশনকে নাকি জাতীয় ছুটি ঘোষণার বিষয়ে সুপারিশ করতে হয়। কিন্তু সপ্তম ও সর্বশেষ বেতন কমিশন বলছে, জাতীয় ছুটি দিবসের বিষয়ে যেন স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়। অতএব আমাদের আবেদনটি মঞ্জুর হল না।

দ্বিতীয় দাবিটি অর্থাৎ নেতাজির পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপনের ব্যাপারে চিঠি পেলাম এবছর ৬ জানুয়ারি। বিষয়টি বিবেচনার চতুর্থ ধাপে রয়েছে। আশায় বাঁচে ঘোড়া। আমি তো আরও অক্ষম। তাই আশা-ভরসা বা হাল, কোনওটিই ছাড়িনি।

মূর্তি স্থাপনের দাবি চন্দ্রকুমার বসু জানাননি। তবে তাঁর মতো হেভিওয়েট নেতার সুপারিশে জাতীয় ছুটি ঘোষিত হলে, আমাদের এই সংগঠন চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি, শিলিগুড়ি।